দৈনিক সংবাদ

তারিখ 11. JAN

পৃষ্ঠা ... 7 ... কলাম 2

007

স্কুল কলেজের ছাত্রছাত্রীদের কাছে গোলাপের কদর বাড়ছে

(উত্তরাঞ্চলীয় প্রতিনিধি)

নাটোর। নাটোরের কথায় আসে বনলতা সেনের কথা, চোখের সামনে ভাসে জীবনানন্দ দাশের রোমান্টিক শব্দাবলী, তার কবিতা কিন্তু আজিকের খাদ্য ঘাটতির নাটোরে যখন বানে ভাসে বিলের পাকা আমন, যখন 'মুক্তাহার' নামের আধাপাকা এবং চিটাধান হয়ে ওঠে ক্ষুদ্র কৃষকদেলোয়ারদের গলার কাটার হার, তখন বনলতা সেন হয় কি নির্বাসিতা? পাখীরা কি গায় না? হাসেনা কি রোদ? ফুল ফোটেনা, থাকে না কি প্রেম ভালোবাসা বলে কোন কিছু?

নাটোরের গ্রামে যখন নষ্ট ধানের বিলাপ, তখন এখানকার উদ্যান বেস থেকে জানা গেলো, নাটোর শহরে ইদানীং বিভিন্ন ফুলের কদর বাড়ছে। বিশেষ করে চাষ হচ্ছে বিভিন্ন জাতের গোলাপের। উদ্যান বেসে ৫০টি জাতের বিভিন্ন রঙের গোলাপের কলম তৈরী হচ্ছে এবং সেগুলো প্রতিদিন বিক্রিও হচ্ছে দেদার। পর্যবেক্ষণে দেখা যায়: স্কুল কলেজের ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে গোলাপ এখন প্রিয় বেশী। তবে, এরা অধিকাংশই নয় কালো রঙের গোলাপের কলম। কেউ চায় টকটকে লাল গোলাপ গাছ। গোলাপী গোলাপ কিংবা সাদা ও খয়েরী রঙের গোলাপ,— এ সবেরও খোঁজ পড়ে। উত্তরা গণভবন, টিভি রীলে ষ্টেশন-এসব জায়গা থেকে গোলাপ গাছের কলম তৈরী করে আনা হচ্ছে, প্রতি মাসে বিক্রি হচ্ছে গড়ে দু'শ করে কলম। নাটোর উদ্যান বেসে পাওয়া যাচ্ছে ফ্লোরিবাণ্ডা, হাইব্রিড, মিনেয়েচার গ্রুপের গাছ। প্রতিটি গাছ ৮ টাকা থেকে ১০ টাকা। উদ্যান কর্মকর্তা জানালেন বছর দু'য়েক থেকে গোলাপসহ বিভিন্ন ফুলের কলম চারার বিক্রি বেড়েছে, শহরের বিভিন্ন মহল্লার বাসা বাড়ীর সদরে-অন্দরে গড়ে উঠছে ক্ষুদ্র আয়তনের বাগান। কপি বেগুন লাউ কুমড়োর পাশাপাশি থাকছে কয়েকটি অন্তত: গাদা কিংবা অন্য কিছু ফুলের গাছ।

জীবন সংগ্রামে ব্যস্ত মানুষ দু'মুঠো ভাতের জন্যে কতো না পরিশ্রম করছে। দু'টো পয়সার জন্যে কেউ রক্ত ঘাম ঝরাচ্ছে আবার কেউবা ভাইয়ের বুকে হানছে ছুরি। রাজাদের বিলাসের নাটোরে চিত্তবিনোদন এখন তোলা থাকে চাঙে; কবির রোমান্টিক শব্দাবলী হয় পলাতক। ---- এবং এইসব সাম্প্রতিক স্বাভাবিক ব্যাপারের পাশাপাশি যখন খবর আসে ফুলের কলম চারার দেদার বিক্রি হবার, যখন খবর পাওয়া যায় নতুন বাগান সৃষ্টির, তখন হঠাৎ করেই বুঝি ফুলের মতো সৌরভ ছড়ায় নতুন কোন ভালোবাসার দিনকাল।

নাটোরের গোলাপী গোলাপ। —সংবাদ